রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জুন ১৭, ২০১৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

বীমা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখঃ ১১ জুন ২০১৪

নং ৫৩.০০৫.০১৫.০০.০০.১২৮.২০১৩-১৭৪—সরকার কর্তৃক জাতীয় বীমা নীতি, ২০১৪ অনুমোদিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি ও অনুসরণের জন্য এতদ্বারা তা প্রকাশ করা হল।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. এম আসলাম আলম
সচিব।

মূল্য ঃ টাকা ৩০.০০

জাতীয় বীমা নীতি ২০১৪

প্রথম অংশঃ নীতি প্রণয়নের পটভূমি

১.১ ভূমিকাঃ

মানুষের জীবন, স্বাস্থ্য ও সম্পত্তির ঝুঁকি আবহমান কালের। অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ সামাজিকভাবে ঝুঁকি, ক্ষয়-ক্ষতি, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি মোকাবেলা করে আসছে। সময়ের বিবর্তনে মানুষের জ্ঞান, বিজ্ঞান ও উদ্ভাবনী প্রচেষ্টার ক্রমবিকাশে এ সকল কার্যক্রমের ব্যাপকতা ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়তে থাকে। এভাবেই ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বীমা কোম্পানির গোড়াপত্তন ঘটে। ভারতবর্ষে ১৮১৮ সালে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বীমার যাত্রা শুরু হলেও ১৯০৭ সালে বঙ্গপ্রদেশে বীমার প্রথম প্রচলন হয়। ১৯১২ সালে প্রথম বীমা বিধি প্রণীত হয় এবং ১৯৩৮ সালে বীমা আইন কার্যকর হয়, যার আলোকে বীমা পরিচালিত হতো। ব্রিটিশ পরবর্তী সময় অর্থাৎ ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত ৭৫টি বীমা কোম্পানি এ অঞ্চলে বীমা ব্যবসায় লিপ্ত ছিল। স্বাধীনতার পর যুদ্ধ-বিধ্বস্ত অর্থনীতি পুনর্গঠনের প্রয়োজনে ১৯৭২ সালের ০৮ আগস্ট এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে সকল বীমা কোম্পানি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। জাতীয়করণ অধ্যাদেশ অনুযায়ী দেশে বীমা শিল্প পরিচালনার জন্য ৫টি কর্পোরেশন গঠন করা হয়। ১৯৭৩ সালের ১৪ মে উক্ত ৫টি কর্পোরেশন ভেঙ্গে রাষ্ট্রীয় দু'টি প্রতিষ্ঠান জীবন বীমা কর্পোরেশন এবং সাধারণ বীমা কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। তাদের পাশাপাশি পোস্টাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স ও আমেরিকান লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি লিঃ তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিল। পরবর্তীতে শিল্পের প্রসার ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার The Insurance Corporation (Amendment) Ordinance, 1984 এর মাধ্যমে বেসরকারি খাতে বীমা প্রতিষ্ঠান গঠনের সুযোগ প্রদান করে। ফলশ্রুতিতে ১৯৮৫ সালে বেসরকারি মালিকানাধীন ২৪টি সাধারণ বীমা ও ৫টি জীবন বীমা কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে দেশে ৪৬টি সাধারণ বীমা ও ৩১টি জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে, যার মধ্যে রাষ্ট্রীয় ২টি বীমা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এগুলোর উপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে বীমা শিল্পের নিয়মতান্ত্রিক উন্নয়নের মাধ্যমে বীমা পলিসি গ্রাহক ও পলিসির অধীনে উপকারভোগীদের স্বার্থ সংরক্ষণ আবশ্যক। সরকার বীমা বিষয়ে বিধি-বিধান প্রণয়নসহ নানাবিধ সংস্কার কর্মসূচির মাধ্যমে বীমাশিল্পকে গতানুগতিক ধারা থেকে নিয়মতান্ত্রিক ধারায় চালিত করার প্রয়াস চালিয়ে আসছে, যার ব্যাপক প্রভাব ও সুফল ইতিমধ্যে বাংলাদেশের বীমাশিল্পে পরিলক্ষিত হচ্ছে। বাংলাদেশসহ অনেক দেশেই অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে জাতীয় নীতি থাকলেও বীমা খাতে জাতীয় নীতি প্রণীত হয়নি। জাতির পিতার সোনার বাংলা গড়ার সহায়ক হিসেবে মানব ও সম্পত্তির সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বীমা শিল্পের সঠিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ এবং বাস্তবায়নে "জাতীয় বীমা নীতি, ২০১৪" তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আশা করা যায়, এর ফলে বীমাযোগ্য ঝুকিসমূহ নিরসনে বীমা সম্বন্ধে মানুষের সচেতনতা সৃষ্টি, বীমা প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা উন্নয়ন, আর্থিক শৃংখলা বজায়, বীমা সেবা পরিচালনায় পেশাদারিত্ব সৃষ্টি এবং বীমা সেবার সাথে জড়িত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ করে বীমা খাতকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে সময়োপযোগী দিকনির্দেশনা প্রদান সম্ভব হবে।

১.২ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বীমা মার্কেট ঃ

বাংলাদেশের বীমা বাজার এখনো অসম্পূর্ণ (fragmented) পণ্যমূল্য ও বিতরণ প্রতিযোগিতা প্রচণ্ড বেশী। পেনিট্রেশন রেট এখনো অতি নিম্ন বিধায় এ বাজার অত্যন্ত সম্ভাবনাপূর্ণ। জিডিপি অনুপাতে প্রিমিয়াম মাত্র ০.৯% যার ০.৭% লাইফ এবং ০.২% নন-লাইফ। এ বাজারে অংশগ্রহণ করছে ৭৬ টি দেশী বীমাকারী প্রতিষ্ঠান, জীবন বীমার একটি বিদেশী প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রীয় নন-লাইফ প্রতিষ্ঠানটি সরকারি সম্পত্তির যাবতীয় বীমা অবলেখন করে থাকে; তবে তার ৫০% প্রিমিয়াম ১৯৮৪ সালের আইনের এক সংশোধনী মোতাবেক বেসরকারি বীমাকারীদেরকে বিতরণ করে থাকে। এ দেশে মৌলিক ঝুঁকির প্রকৃত প্রতিফলন প্রিমিয়াম হারে ও বীমার প্রভিশনে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ঘটে না। প্রিমিয়ামের অতিমাত্রায় ডিসকাউন্ট অপর্যাপ্ত সঞ্চিতির ঝুঁকি সৃষ্টি করে। Bancassurance একটি প্রতিষ্ঠিত উল্লেখযোগ্য বিতরণ চ্যানেল হলেও বাংলাদেশে এখনো তা চালু হয়নি, অথচ ব্যাংকের মাধ্যমে বীমাপণ্য বাজারজাত করার ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। বীমা শিল্পের কার্যক্রম নিবিড়ভাবে তদারকির উদ্দেশ্যে ২০১১ সালে প্রায় অকার্যকর নিয়ন্ত্রক সংস্থা 'বীমা অধিদপ্তর' বিলুপ্ত করে ২০১১ সালে 'বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ' (আইডিআরএ) গঠিত হলেও লোকবল ও সাংগঠনিক কাঠামোর অভাবে এটি এখনো কার্যকর সুপারভাইজরি সক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি।

১.৩ সামগ্রিক অর্থনীতি ও বীমা ঃ

পৃথিবীর অগ্রসর দেশসমূহে জিডিপিতে বীমার অবদান উল্লেখযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ যুক্তরাজ্যে এই অবদান শতকরা হারে ১১.৮%, ইউএসএ ৮.১% জাপান ৮.১%, হংকং ১১.৪%, ব্রাজিল ৩.২%, চীন ৩%, ভারত ৪.১% ও সিঙ্গাপুর ৭%। অথচ বাংলাদেশের জিডিপিতে বীমার অবদান মাত্র ০.৯% (জীবন বীমার অবদান ০.৭% এবং সাধারণ বীমার অবদান ০.২%)। ঐ সকল দেশে বীমা ঘনত্ব (প্রিমিয়াম পার ক্যাপিটা) ইউকে ৪৫৩৫, ইউএস এ ৩৮৪৬, জাপান ৫১৬৯, হংকং ৩৯০৪, ব্রাজিল ৩৯৮, চীন ১৬৩, ভারত ৫৯ মার্কিন ডলার। পক্ষান্তরে বাংলাদেশে প্রতি হাজারে মাত্র চার জনের জীবন বীমা রয়েছে অর্থাৎ বেশির ভাগ বীমাযোগ্য জীবন ও সম্পদ বীমার আওতায় আসেনি।

বীমার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় একত্র করে শিল্পে বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। পুঁজিবাজারে পোর্টফলিও বিনিয়োগ এর উল্লেখযোগ্য অংশ বীমা খাতের। আমদানি-রপ্তানিতে বীমা অপরিহার্য। নৌবীমা ছাড়া আমদানি-রপ্তানি অচল। অবকাঠামো উন্নয়নে বীমা তহবিল বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে। অগ্নিবীমা, নৌবীমা, মটর বীমা, দায় বীমা, ইঞ্জিনিয়ারিং বীমা ইত্যাদি বিবিধ বীমা আর্থিক ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা দিয়ে জাতীয় অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখে। বাংলাদেশে বীমা খাত হতে সরকারের বিপুল অংকের রাজস্ব আয় হয়ে থাকে। এভাবে বীমা শিল্প সরকারের আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করে। বীমা খাতের উদ্বৃত্ত অর্থ ব্যাংকে গচ্ছিত থাকে। এ খাতটি দেশের ২০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে। বীমা ব্যবসায়কে একটি আর্থ-সামাজিক সেবা-ব্যবস্থা (Service System) হিসেবে বিবেচনা করলে এক্ষেত্রে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ হলো নিয়ন্ত্রক; সরকার হচ্ছে ক্যাটালিস্ট; বীমাকারী প্লেয়ার এবং সর্বোপরি এদেশের শিল্প, বাণিজ্য, ব্যবসায় ও ব্যক্তিবর্গ তার সরাসরি উপকারভোগী। এভাবে জনসংখ্যার একটি নির্দিষ্ট অংশ সরাসরি উপকারভোগী হলেও পরোক্ষ উপকারভোগী আসলে দেশের আপামর জনসাধারণ। সরকারি চাকরিজীবীও এ ব্যবস্থার সুবিধাভোগী। যেমন মাসে সামান্য চল্লিশ টাকার গ্রুপ বীমার প্রিমিয়ামের বিপরীতে অনাকাঙ্খিত মৃত্যুর কারণে পাঁচ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়, যদিও এ ক্ষতিপূরণ কোন অ্যাকচ্যুয়ারিয়াল ভ্যালুয়েশনের উপর ভিত্তি করে হয় না।

২০১৩ সালের শেষে অনিরীক্ষিত হিসাবমতে বাংলাদেশের বীমা খাতের মোট প্রিমিয়াম আয় হয়েছে ৭৬,৭৮৫ মিলিয়ন টাকা, মোট সম্পদ ৩,৩০,৫৭৫ মিলিয়ন টাকা, মোট লাইফ ফান্ড প্রায় ২,১১,৫২০ মিলিয়ন টাকা, নন-লাইফের রিজার্ভ ২৭,০০০ মিলিয়ন টাকা এবং মোট বিনিয়োগ ২,১১,৩২৮ মিলিয়ন টাকা। লাইফ বা নন-লাইফ ফান্ডের বিপুল পরিমাণ অর্থ দেশ গঠনে বিনিয়োগের জন্য কোন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়নি। ব্যাংকিং সেক্টর হতে যে সকল বড় প্রকল্পে বিনিয়োগ করা হয়, এর বিপরীতে বীমা কাভারেজও থাকা আবশ্যক।

বাংলাদেশের বীমা শিল্পে বিভিন্ন পরিসংখ্যান যেমন- পেনিট্রেশন রেট, প্রিমিয়াম, দাবি পরিশোধ, বীমা ঘনত্ব অপ্রতুল। এসব বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্যেরও অভাব রয়েছে বিধায় ভবিষ্যৎ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে সমস্যা হয়। ভবিষ্যৎ সময় যেমন-২০২১ অথবা ২০৪১ সাল নাগাদ বীমার বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে তা অর্জনে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রয়োজন। লক্ষ্যসমূহ দীর্ঘমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি এ তিন শ্রেণীর হতে পারে।

১.৪ বাংলাদেশের বীমা শিল্পে চিহ্নিত সমস্যাসমূহ :

১.৪.১ বীমার গুরুত্ব ও উপকারিতা সম্পর্কে জানাতে এবং আগ্রহ সৃষ্টি করতে কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সাধারণ মানুষের জন্য ব্যাপক প্রচারণা বা সচেতনতামূলক কার্যক্রম নেই। জনমনে বীমাশিল্পের ভাবমমূর্তি উজ্জ্বল করার কার্যক্রম গ্রহণ করা না হলে এ শিল্প প্রসারের সম্ভাবনা সীমিতই থাকবে।

১.৪.২ স্বল্প শিক্ষিত বিক্রয়কর্মী যারা মাঠপর্যায়ে বীমা পণ্য (Insurance Product) বিক্রয়কাজে জড়িত, তাদের প্রশিক্ষণ না থাকায় গ্রাহককে বীমা সম্পর্কে আলোকিত না করে প্রলুব্ধ করে। বীমা এজেন্ট নিয়োগের আইনগত শর্ত হচ্ছে, লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য কমপক্ষে ৭২ ঘন্টার প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করার পর লাইসেন্স প্রদান। কিন্তু এটি প্রতিপালিত হচ্ছে না। ফলে অদক্ষ ও অযোগ্য বিক্রয়কর্মীর দ্বারা মানুষ অনেক ক্ষেত্রে প্রতারিত হচ্ছে।

১.৪.৩ বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের এজেন্টগণ অনেক সময় গ্রাহকদের প্রিমিয়ামের টাকার বিপরীতে ভুয়া রশিদ প্রদান করে; এক্ষেত্রে বীমা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এজেন্টদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও গ্রাহক স্বার্থ নিশ্চিত হয় না অর্থাৎ গ্রাহকগণ টাকার প্রকৃত রশিদ পায় না। ফলে কোন দাবিও উত্থাপন করতে পারেনা। এক্ষেত্রে গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণে কর্মীর প্রতারণার দায় প্রতিষ্ঠানকে গ্রহণ করতে বাধ্য করার ব্যবস্থা করা যায়। কর্মীর প্রতারণার দায় প্রতিষ্ঠানকে গ্রহণ করতে বাধ্য করা হলে গ্রাহক অধিকার নিশ্চিত করার পাশাপাশি জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

১.৪.৪ বীমা বিক্রয়কর্মীদের আইন অনুযায়ী যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও লাইসেন্স এর জন্য পরীক্ষা নিশ্চিত না করায় তাদের জন্য প্রমীত আচরণবিধি পরিপালনে অসুবিধা হয়।

১.৪.৫ গ্রাহকদের দাবি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তদন্তের নামে নানারকম জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রতার কারণে বীমা সম্পর্কে গ্রাহকদের ধারণা নেতিবাচক হয়ে থাকে। গ্রাহকরা পর্যাপ্ত সেবা অনেক ক্ষেত্রেই পায় না। যেমন : সময়মত প্রিমিয়াম নোটিশপ্রাপ্তি, কিস্তির ধরণ পরিবর্তন, ঠিকানা পরিবর্তন, রেকর্ড পরিবর্তন ইত্যাদি সেবা পায় না।

১.৪.৬ দেশের স্কুল-কলেজ পর্যায়ে বীমা শিক্ষার সুযোগ অপর্যাপ্ত। উপরন্তু বীমা কোম্পানীগুলোর পক্ষেও সাধারণের জন্য বীমা লিটারেসির কোন কর্মসূচী না থাকায় জনসাধারণের মধ্যে বীমার প্রাথমিক ধারণা সৃষ্টি হয় না।

১.৪.৭ গ্রাহকদের দাবি ও সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ভোগান্তি দূর করার কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে অভিযোগ বক্স না থাকা বা অভিযোগ নিষ্পত্তির কোন ব্যবস্থা না থাকায় এসব ভোগান্তি নিরসনের উপায় থাকে না।

১.৪.৮ দেশে একটি বীমা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান অনেক আগেই গঠিত হওয়া সত্ত্বেও বীমা খাতে মানব সম্পদ উন্নয়নে কাঙ্খিত অগ্রগতি অর্জিত হয়নি। দেশের সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, ইনস্টিটিউট-এ বীমা সম্পর্কিত স্নাতক বা স্নাতকোত্তর শিক্ষা কার্যক্রম নেই। সে কারণে বীমা শিক্ষার প্রসার কম।

১.৪.৯ বাংলাদেশে নন-লাইফ বীমার ক্ষেত্রে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন ব্যতীত পুণঃবীমা প্রতিষ্ঠান না থাকায় প্রতি বছর প্রচুর অর্থ পুণঃবীমা প্রিমিয়াম বাবদ বিদেশে চলে যায়, যদিও 'নিট আউট ফ্লো' বাংলাদেশের অনুকূলে। শক্তিশালী পুণঃবীমা প্রতিষ্ঠান গঠন না করা হলে আশপাশের দেশ তথা ইউরোপীয় পুণঃবীমাকারী প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরশীলতা কমানো যাবে না। পুনঃবীমা প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ আইনগত ও প্রশাসনিক কাঠামো প্রণয়ন প্রয়োজন।

১.৪.১০ বীমা কোম্পানীসমূহের মুখ্য নির্বাহী ব্যতীত অন্যান্য উচ্চ পদধারীদের জন্য বীমা ক্ষেত্রে উচ্চতর প্রশিক্ষণ বা ডিপ্লোমা বা ডিগ্রী থাকার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। যার ফলে তরুণ প্রজন্মের বীমা বিষয়ে পড়ালেখা করার কোন আগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছে না।

১.৪.১১ দেশের বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো অত্যন্ত দুর্বল ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

১.৪.১২ বীমা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সুনির্দিষ্ট চাকরি বিধিমালার মাধ্যমে দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও সুস্পষ্ট কর্মপরিধির অভাব।

১.৪.১৩ পেশাগত বীমা শিক্ষা যেমন: ডিগ্রি, ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট, প্রশিক্ষণ ইত্যাদিকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন না করায় বীমা শিল্প উন্নয়নে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা।

১.৪.১৪ বীমা কোম্পানিসমূহে কর্পোরেট গভর্ন্যান্স-এর অভাব।

১.৪.১৫ জীবন বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহে অ্যাকচ্যুয়ারির অভাব।

১.৪.১৬ বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহে মূলধনের অপর্যাপ্ততা।

১.৪.১৭ বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের অভাব।

১.৪.১৮ বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহে উচ্চ হারে ব্যবস্থাপনা ব্যয়।

১.৪.১৯ তামাদি পলিসির ব্যাপকতা।

১.৪.২০ দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠির উপযোগী বীমা পলিসির বিষয়ে বীমা কোম্পানীসমূহের উদ্যোগের অভাব।

১.৪.২১ আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে অনীহা।

১.৪.২২ পলিসি নবায়নের নিম্নহার।

১.৪.২৩ বীমা শিল্প প্রসারে সুস্থ প্রতিযোগিতার পরিবেশ-এর অনুপস্থিতি।

১.৪.২৪ অধিকাংশ সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, শিল্প কারখানাসহ যাবতীয় সম্পত্তি পরিপূর্ণ বীমা সুবিধার আওতায় না আসায় দুর্ঘটনা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ব্যাপক জান-মাল ও সম্পদের ক্ষতিজনিত কারণে মারাত্মক অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনা।

১.৪.২৫ লাভযোগ্য খাতে লাইফ ফান্ডের বিনিয়োগ নিশ্চিতে সহায়ক যুগোপযোগী বিধির অনুপস্থিতি।

১.৪.২৬ বিভিন্ন জীবন বীমাকারীর বীমা পলিসির অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রিমিয়াম রেট।

১.৪.২৭ বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের "কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা" এর অভাব।

১.৪.২৮ বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহে নীতি ও নৈতিকতার আলোকে পেশাদারিত্ব ও দায়িত্বশীলতার অভাব।

১.৪.২৯ বীমা ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, অ্যাকচ্যুয়ারিয়াল সায়েন্সসহ অন্যান্য পেশাগত ডিগ্রি প্রদানের অপ্রতুল প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা।

১.৪.৩০ বীমা শিল্পের জন্য প্রমিত আচরণবিধির অনুপস্থিতি।

১.৪.৩১ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মচারীদের কার্যকর গোষ্ঠীবীমার আওতায় আনয়নে অনীহা।

১.৪.৩২ বীমা শিল্পের সময়োপযোগী প্রমিত হিসাব পদ্ধতির অভাব।

১.৪.৩৩ International Association of Insurance Supervisors (IAIS)-এর মত আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রণীত Insurance Core Principle (ICP) মেনে চলার সক্ষমতা না থাকা।

১.৪.৩৪ কৃষি প্রধান বাংলাদেশে বন্যা, ঘুর্ণিঝড়, টর্নেডো, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি, প্রাণহানির মত বিপর্যয়ের ঝুঁকি মোকাবেলায় বীমা শিল্পকে কাজে লাগানোর কার্যকর পরিকল্পনা না থাকা।

১.৪.৩৫ বাংলাদেশে বীমা ব্যবসায়ে অন্যতম প্রধান অন্তরায় হচ্ছে জীবন, স্বাস্থ্য, কৃষি ও সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে সেবাগ্রহীতা ও সেবা প্রদানকারীর জ্ঞানের অভাব। বীমার জন্য ব্যয়িত অর্থকে পরিবারের ও ব্যবসায়ের অতিরিক্ত খরচ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

১.৪.৩৬ অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে অবকাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে। কিন্তু নির্মিত অবকাঠামোর ঝুঁকি মোকাবেলার লক্ষ্যে বীমার আওতায় আনা হচ্ছে না।

১.৪.৩৭ উন্নয়ন বান্ধব ইফেক্টভ রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক-এর অনুপস্থিতি।

১.৪.৩৮ বীমা শিল্পের সামগ্রিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব।

১.৪.৩৯ আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক নানাবিধ বীমাপণ্য যেমন- ক্ষুদ্র বীমা, তাকাফুল, কৃষি বীমা (ক্লাইমেট বেইজড)-এর অনুপস্থিতি এবং এগুলোর বিতরণ চ্যানেল বহুমুখীকরণ (যেমন- Bancassurance, সমবায় সমিতি, ইউনিয়ন কাউন্সিল, পৌরসভা ইত্যাদি)-এর উদ্যোগের অভাব।

১.৪.৪০ ত্বরিত গতিতে প্রিমিয়াম রেমিটেন্স এবং অবিলম্বে দাবি পরিশোধ-এর লক্ষ্যে 'কোড অব মার্কেট কন্ডাক্ট' না থাকা।

১.৪.৪১ আর্থিক রিপোর্ট প্রণয়েন আন্তর্জাতিক মান অর্জনের লক্ষ্যে IFRS-এর অনুসরণের অক্ষমতা।

১.৪.৪২ গ্রাহক সন্তুষ্টি (Client Satisfaction) বিষয়ে জরিপের ব্যবস্থা না থাকা।

১.৫ বাংলাদেশের বিভিন্ন আইন ও দলিলে বীমা।

১.৫.১ বীমা সংক্রান্ত আইনসমূহ:

বীমা শিল্পে আইনি কাঠামোয় সম্প্রতি উল্লেখযোগ্য সংস্কার সাধিত হয়েছে। Insurance Act, 1938 রহিত করে বীমা আইন, ২০১০ এবং বীমা ব্যবসার তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ প্রণীত হয়েছে। The Bangladesh Insurance (Nationalisation) Order, 1972, The Bangladesh Insurance Corporation (Dissolution) Order, 1972, The Bangladesh Insurance (Emergency Provision) Order, 1972, Bank Deposit Insurance Act, 2000-এর বলে অনেক কার্যক্রম গৃহীত হয়েছিল। এছাড়া, রাষ্ট্রীয় বীমা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার লক্ষ্যে The Insurance Corporation Act, 1973, ও Asian Reinsurance Corporation প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এশিয়ান রি-ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন আইন, ২০১৩ কার্যকর রয়েছে। The Insurance Rules 1958 আংশিকভাবে এখনো বলবৎ আছে। বীমা আইন, ২০১০-এর আলোকে ইতিমধ্যে ৩টি বিধি ও ৮টি প্রবিধানমালা প্রণীত হয়েছে।

১.৫.২ বাংলাদেশে প্রচলিত অন্যান্য আইনে বীমা সংক্রান্ত বিধান :

বীমার সাথে সংশ্লিষ্ট উপরিউক্ত আইনগুলো ছাড়াও কিছু আইনে বীমা সংক্রান্ত বিধান রয়েছে । যেমন- মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি আইন, মোটর যান আইন, পোস্টার বিধি, নৌ বীমা আইন। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি আইনের আওতায় পিকেএসএফ, ব্রাক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান বিচ্ছিন্নভাবে পরীক্ষামূলক বীমা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বীমাকারীর সঙ্গে সমঝোতা চুক্তির মাধ্যমে মোবাইল কোম্পানীও বীমা কার্যক্রম চালাচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে বীমা আইনের আওতায় গ্রাহকদের সুনির্দিষ্ট আইনি অধিকার চিহ্নিত থাকা প্রয়োজন। এগুলোকে বীমা আইনের আওতায় আনা অথবা বীমা আইনে এসব প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমকে অনুসমর্থনের প্রক্রিয়া গ্রহণ আবশ্যক। আশার বিষয় হল: প্রস্তাবিত সেতু আইন, গণপরিবহন আইন, মেট্রো রেল আইন-এ বীমার সংশ্লিষ্ট বিধান সংযোজিত হচ্ছে।

১.৫.৩ বিভিন্ন বিষয়ে জাতীয় নীতি, পরিকল্পনা বা কৌশলপত্রে বীমার প্রতিফলন :

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, দারিদ্র বিমোচন কৌশল পত্র (PRSP) জাতীয় শিক্ষা নীতি, শিল্প নীতি, রপ্তানি নীতি, হজ্জ্ব নীতি, পর্যটন নীতিসহ এরূপ অনেক দলিলে বীমার উল্লেখ নেই, যদিও এসবের অনেক কিছুর সাথেই বীমা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এমনকি পরিসংখ্যান বর্ষ গ্রন্থ (Statistical Yearbook)-এ বীমার বিস্তারিত তথ্য সন্নিবেশিত হয় না। সেখানে বীমার বিস্তারিত তথ্য সন্নিবেশ করা প্রয়োজন। জাতীয় মৎস্য সম্পদ, প্রাণী সম্পদ এরূপ বিভিন্ন বিষয়ে নীতিমালা প্রণীত হলে সেক্ষেত্রে বীমার বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন।

১.৫.৪ জাতীয় বাজেটে বীমার প্রতিফলন :

সরকারি সম্পদ এর বীমা করার লক্ষ্যে এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানে গোষ্ঠী বীমা চালুর লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তরের বাজেটে বীমার জন্য কোড বরাদ্দ দিয়ে অর্থ বরাদ্দের সুযোগ সৃষ্টি করে নিয়মিত বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তরকে নিজ নিজ এখতিয়ারাধীন সম্পদ ও জীবনের বীমাযোগ্য স্বার্থ পরীক্ষাপূর্বক প্রয়োজনীয় বাজেটারি চাহিদা নিরূপণ করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় অংশ : প্রধান নীতি বিবরণীসমূহ

২.১ রূপকল্প (Vision)

সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে আপামর জনসাধারণকে ধাপে ধাপে বীমার আওতায় নিয়ে এসে জীবন, স্বাস্থ্য ও সম্পদের বিভিন্ন অর্থনৈতিক ঝুঁকি মোকাবেলার মাধ্যমে অন্যতম মানবাধিকার হিসেবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

২.২ মিশন (Mission)

দেশের সম্পদ ও জীবনের ঝুঁকির শতভাগ বীমার আওতায় নিয়ে আসা।

২.৩ জাতীয় বীমা নীতির উদ্দেশ্য :

সার্বিকভাবে জাতীয় বীমা নীতির উদ্দেশ্য হলো, গতানুগতিক ধারা থেকে বীমাশিল্পকে বের করে যুগোপযোগী নিয়মতান্ত্রিক ধারায় চালিত করার প্রয়াসে সুষ্ঠু নীতিগত কাঠামোয় আনয়ন করে বীমাকারীর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত, আর্থিক শৃংখলা বজায়, বীমাশিল্পে পেশাদারিত্ব সৃষ্টি এবং অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি প্রতিরোধ করে বীমা খাতকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে সময়োপযোগী দিকনির্দেশনার মাধ্যমে দেশের সকল স্তরের মানুষকে তথা সরকারি বেসরকারি সম্পত্তিকে বীমার আওতায় নিয়ে এসে বীমা সেবা সহজপ্রাপ্য এবং বিস্তৃত করে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে বীমার সুফল নিশ্চিত করা এবং আগামী ২০২১ সালের মধ্যে জিডিপিতে বীমা খাতের অবদান উল্লেখযোগ্য হারে (সম্ভাব্য ৪%) উন্নীত করা।

২.৪ মূলনীতি :

সরকারি ও বেসরকারি বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বিত কার্যক্রমের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনসহ প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ ও দুর্ঘটনার ফলে সৃষ্ট জীবন ও সম্পদের অপ্রত্যাশিত ঝুঁকি মোকাবেলায় বীমা শিল্পের আন্তর্জাতিক প্রমিত মান ও আচরণ বিধি, কর্পোরেট গভর্নেন্স, সর্বাধুনিক ইলেকট্রনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতের মাধ্যমে বীমার সকল সম্ভাবনাকে সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজে লাগানো।

২.৪.১ বীমা ও জীবন :

মানুষের জীবন জীবিকার প্রায় প্রতিটি পদে মিশে আছে ঝুঁকি। জীবনের এরূপ অনিশ্চয়তা বা ঝুঁকি বিভিন্ন রকমের (যেমন—মৃত্যু, পঙ্গুত্ব, বার্ধক্য, বেকারত্ব ইত্যাদি)। জীবন বীমা সম্পর্কিত বিভিন্ন পলিসি যেমন : মেয়াদি বীমা (সন্তানের শিক্ষা, চিকিৎসা, বিবাহে আর্থিক সহযোগিতা, বৃদ্ধ বয়সে পেনশন), সাময়িক বীমা, পেনশন বীমা, দুর্ঘটনা বীমা, ক্ষুদ্র বীমা, ভ্রমণকারীদের জন্য ওভারসিজ মেডিক্লেইম ইন্স্যুরেন্স ইত্যাদি মানুষের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান করতে পারে। হজ্জ ও ওমরাহ্ পালনকালে দুর্ঘটনাসহ বিবিধ ঝুঁকির ক্ষেত্রে যেন কেউ আগ্রহী হলে বীমা করতে পারেন সে ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন।

২.৪.২ বীমা ও গোষ্ঠি জীবন :

একই পেশার প্রাতিষ্ঠানিক বা সমিতিভুক্ত একদল লোক একত্রে অপেক্ষাকৃত কম প্রিমিয়াম প্রদানের শর্তে গোষ্ঠি বীমাভুক্ত হতে পারেন। কমিউনিটি বেইজ্ড গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স পেশাজীবীদের জন্য আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে অনন্য ভূমিকা পালন করতে পারে। একক বীমার চেয়ে গোষ্ঠি বীমার বিশেষত্ব হলো, দলের সদস্য সংখ্যা বেশি হলে ডাক্তারি পরীক্ষা ব্যতিরেকে সকল সদস্যকে বীমার জন্য গ্রহণ করা যায় এবং অপেক্ষাকৃত খারাপ স্বাস্থ্যের জন্য যিনি একক বীমার জন্য অযোগ্য, তিনিও গোষ্ঠি বীমার মাধ্যমে বীমা সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। গোষ্ঠি বীমার জন্য সদস্যদের সাথে পৃথক পৃথক চুক্তি স্বাক্ষরের প্রয়োজন হয় না, সকল সদস্যের তালিকা সংগ্রহ করে প্রতিষ্ঠানের সাথে একটি

একক চুক্তি করা হয়। গোষ্ঠি বীমা সেবা প্রদানকারী জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের গোষ্ঠি বীমা সুবিধা প্রদানের সুযোগ রয়েছে। জনশক্তি রপ্তানির ক্ষেত্রে বীমার বিষয়টি এখনো অবহেলিত। গার্মেন্টস শিল্পসহ সকল শ্রমিকগণকে এ বীমার আওতাভুক্ত করা হলে তারা সকলে দুঃসময়ে আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রাপ্য হবেন। এ উদ্দেশ্যে সকল শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে গ্রুপ বীমা চালু করার জন্য নিজ নিজ সমিতি, নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার নিজস্ব আইন, বিধিতে বীমার আবশ্যকতা আরোপকারী বিধান সন্নিবেশ করা প্রয়োজন।

২.৪.৩ বীমা ও সম্পদ :

দেশের বেশিরভাগ সম্পদ যেমন শিল্প, কল-কারখানা, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, আবাসিক ভবন, দাপ্তরিক ভবন ইত্যাদির বীমা করা নেই। শুধুমাত্র আইনগত কারণে কিছু কিছু বীমা যেমন—গাড়ীর আইনগত দায় বীমা, আমদানি রপ্তানিতে এলসি'র কারণে নৌ বীমা, ব্যাংক ঋণের বাধ্যবাধ্যকতায় অগ্নিবীমা নিয়ে থাকে। আমাদের দেশে মানুষের লক্ষণীয় প্রবণতা হচ্ছে, ঝুঁকি বা বিপদ 'কখন ঘটবে কে জানে' অথবা 'নিজের ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ঘটবে না' এমন মনোভাবের ফলে বীমা নেয় না। অথচ উন্নত দেশে বিভিন্ন ঝুঁকির প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই বীমা রয়েছে এবং বীমা গ্রহণের হার প্রায় শতভাগ। বাংলাদেশের জেলা-উপজেলা ও প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত বহু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও বাজার রয়েছে যেগুলো প্রায়ই অগ্নি দুর্ঘটনায় ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এগুলো বীমা করা থাকলে আর্থিক ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায়। দেশের ক্রমবর্ধমান অবকাঠামো উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্ট দুর্যোগ বেড়ে চলেছে। দেশের সরকারি-বেসরকারি অনেক বড় বড় অবকাঠামোর বীমা করা নেই। গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিসহ সকল শিল্প কারখানা যথাযথ অংকে বীমা করা থাকলে এসব বিপর্যয়ে সংঘটিত আর্থ-সামাজিক ক্ষতি মোকাবেলা সম্ভব হতো।

সম্পত্তির ঝুঁকি সংক্রান্ত ক্ষতিপূরণের জন্য বিভিন্ন রকম বীমা যেমন : অগ্নিবীমা, মটর বীমা, নৌ বীমা, কৃষি বীমা, দায় বীমা, ইঞ্জিনিয়ারিং বীমাসহ বিবিধ বীমা ব্যাপকভাবে চালুর সুযোগ রয়েছে।

২.৪.৪ বীমা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ :

বাংলাদেশের মানুষ ঘন ঘন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট নানা রকম দুর্যোগের কবলে পড়ে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংখ্যা ও ব্যাপকতা বেড়ে চলেছে। ইতঃপূর্বে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে আঘাত হানা ঘূর্ণিঝড় সিডর, আইলা ও মহাসেনও ব্যাপক ক্ষতি এখনও কাটিয়ে উঠা সম্ভব হয়নি। এছাড়াও বাংলাদেশ সিসমিক জোনে অবস্থিত হওয়ায় আমরা ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে রয়েছি। যে কোন সময় উচ্চ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হেনে মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে।

অতি সম্প্রতি জাপানের পারমানবিক দুর্ঘটনা এবং থাইল্যান্ডে বন্যা মোকাবেলায় বীমার মাধ্যমে কয়েক হাজার কোটি ডলার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়, যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলের মানুষ ও সম্পদের সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।

দুর্যোগ মোকাবেলায় যেমনঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা দরকার, তেমনি প্রয়োজন ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, ভূমিধস, ভবনধস, ভূমিকম্প ইত্যাদি দুর্যোগ পরবর্তী আর্থিক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা। দুর্যোগ প্রবণ এলাকার জনসম্পদ, ঘরবাড়ি, কৃষি ইত্যাদির বীমা করা থাকলে অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে জনজীবনে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা সহজতর হবে।

২.৪.৫ বীমা ও স্বাস্থ্য :

বাংলাদেশের মত একটি জনবহুল দেশে সকলের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। বেসরকারি ক্ষেত্রে কিছু কিছু চিকিৎসা কেন্দ্রে আধুনিক সুবিধা থাকলেও তা ব্যয়বহুল। সাধারণ জনগণের পক্ষে এ সকল ব্যয়বহুল চিকিৎসা সুবিধা গ্রহণ করা প্রায় অসম্ভব। উন্নত দেশগুলোর মত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে সকল নাগরিককে স্বাস্থ্য বীমার আওতায় আনার পর্যায়ক্রমিক প্রচেষ্টা নেয়া যেতে পারে। বাংলাদেশে অত্যন্ত সীমিত পর্যায়ে কিছু কিছু মারাত্মক ব্যাধির বিপরীতে স্বাস্থ্য বীমা চালু রয়েছে। তবে দেশের সকল শ্রেণীর নাগরিকের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে ব্যাপক ভিত্তিক স্বাস্থ্য বীমা চালুর কোন বিকল্প নেই।

২.৪.৬ বীমা এবং কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিস্পদ :

বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি, সার, উন্নত বীজ, কীটনাশকের ব্যবহার ইত্যাদি কারণে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। তথাপিও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রায়ই বিপুল পরিমাণ ফসল নষ্ট হয়ে যায়। শস্য বীমা, মৎস্য বীমা, গবাদিপশু বীমা ইত্যাদি বীমা সেবা ব্যাপকভাবে প্রচলন করে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের ক্ষেত্রে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা যায়। ইতিপূর্বে পাইলট কর্মসূচী গ্রহণ করে স্বল্প পরিসরে এ সকল অপ্রচলিত বীমা চালু করা হয়েছিল। তবে বীমা সম্পর্কে অনীহা, স্বল্প সংখ্যক পলিসি, এলাকাভিত্তিক আবহাওয়া পূর্বাভাস কেন্দ্র না থাকা ইত্যাদি কারণে কৃষি বীমা সফলতা পায়নি। উন্নত দেশে কৃষি বীমা ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। কৃষির জন্য পৃথক বীমা কোম্পানি গঠনের মাধ্যমে বীমা সেবা সম্প্রসারণের সুযোগ রয়েছে। কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদকে বীমার আওতায় আনা হলে, কৃষকদের সর্বশান্ত হওয়ার ভয় থাকবে না।

২.৪.৭ বীমা ও দায় :

দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি কারণে ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের যেমন আর্থিক ক্ষতিপূরণ বীমার মাধ্যমে করা হয়, তেমনি বীমাগ্রহীতার অবহেলা কিংবা অজ্ঞতাবশত কোন কাজের মাধ্যমে তৃতীয় পক্ষের নিকট সৃষ্ট দায়ের জন্যও ক্ষতিপূরণ বীমার মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। রাস্তায় গাড়ি চালানো, উৎপাদিত পণ্যের ব্যবহারে ক্ষতি, পেশাগত দায়িত্ব পালনের ফলে সৃষ্ট ক্ষতি ইত্যাদি কারণে তৃতীয় পক্ষ কিংবা তাদের সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হলে বীমা গ্রহীতার আইনগত দায় সৃষ্টি হয়। এ সকল দায়ের ঝুঁকি গ্রহণ করে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তৃতীয় পক্ষকে জীবন ও সম্পদের ক্ষতিপূরণে বীমার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

২.৪.৮ বীমা ও নারী :

আমাদের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের বিরাট ভূমিকা থাকলেও তাদের অধিকাংশই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নানা বৈষম্যের শিকার। তবে আশার বিষয় জীবন বীমার ক্ষেত্রে নারী বীমা গ্রহীতার সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে এবং কোন কোন বীমা প্রতিষ্ঠানে অর্ধেকের বেশী গ্রাহক নারী। নারীদের বীমা গ্রহণের ক্ষেত্রে "প্রথম গর্ভধারণ" বিধি এবং নারীর জন্য "অতিরিক্ত" প্রিমিয়াম গ্রহণের বর্তমান পদ্ধতির অবসান হওয়া প্রয়োজন। এ ছাড়া নারীদের জন্য মাতৃত্বকালীন বীমা কর্মসূচী চালু করা প্রয়োজন।

পৃথিবীর অনেক দেশেই সন্তান প্রসবজনিত কারণে মাতৃত্বকালীন ছুটির সময়ে মাতৃত্বকালীন নানাবিধ সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে তিনটি পদ্ধতির মাধ্যমে আর্থিক সুবিধা দেয়া হয়। সরকার, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ অথবা কর্মী ও নিয়োগকারী যৌথভাবে প্রিমিয়াম প্রদানের মাধ্যমে মাতৃত্ব বীমার ব্যবস্থা করতে পারে।

নারীদের সক্ষমতা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বীমা সেবা বড় সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। কর্মজীবী নারীদের জন্য বিভিন্ন ক্ষুদ্রবীমা (Micro Insurance)-যেমন নারী স্বাস্থ্য বীমা, ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বীমা (Personal Accident) ইত্যাদি ব্যাপকভাবে গ্রহণে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। নারীর স্বাস্থ্য ও জীবনকেন্দ্রিক স্বল্প প্রিমিয়ামভিত্তিক বীমা প্রোডাক্ট উদ্ভাবন উৎসাহিত করার সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া, বীমা পেশায় নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করার ব্যাপক সম্ভাবনা বিদ্যমান। নারী উদ্যোক্তাদেরকেও উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

২.৪.৯ বীমা ও সামাজিক নিরাপত্তা ঃ

বাংলাদেশে প্রতিবন্ধিজনিত কারণ, অসুস্থতা, মাতৃত্বজনিত, বার্ধক্য, বেকারত্ব, পঙ্গুত্বসহ বিভিন্নকারণে কর্মহীনতা ইত্যাদি দৈবঘটনাজনিত ঝুঁকি আবরণের সার্বজনিন কোনো ব্যবস্থা নেই। সমাজের বিভিন্ন দরিদ্র পেশাজীবী শ্রেণী যেমনঃ মৎস্যজীবী, কামার কুমার, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ইত্যাদি জনগোষ্ঠীর জন্য স্বল্প প্রিমিয়াম ও সহজ শর্তে সামাজিক বীমা স্কিম চালু করা প্রয়োজন। বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পখাতে বিভিন্ন ধরনের স্থায়ী, ক্ষণস্থায়ী, অস্থায়ীসহ নানাবিধ বেকারত্বের ঝুঁকিহ্রাসের লক্ষ্যে বেসরকারি উদ্যোগে নিয়োগকারী ও নিয়োজিত কর্মীর যৌথ অংশগ্রহণের মাধ্যমে বেকারত্ব বীমা চালু করা যায়। এছাড়া যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, বয়স্ক ও দুঃস্থ মহিলাসহ সমাজের পিছিয়ে পড়া জনসাধারণকে যেসব ভাতা প্রদান করা হয় তার অংশ বিশেষ প্রিমিয়াম হিসেবে দিয়ে সামাজিক নিরাপত্তা বীমা চালুর সুযোগ রয়েছে। বিচ্ছিন্ন কয়েকটি প্রতিষ্ঠান পরীক্ষামূলকভাবে কিছু কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে যা সমাজের ব্যাপক জনগোষ্ঠিকে আবরিত করতে পারছে না। 'জাতীয় সামাজিক বীমা কর্মসূচি' প্রণয়নের মাধ্যমে এসব দৈবদুর্ঘটনা মোকাবেলার জন্য বীমার মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সরকার জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বীমা কর্মসূচী (NSIS) প্রচলন করার জন্য নিয়োগকারী ও নিয়োজিত ব্যক্তি যৌথভাবে ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স ফান্ড ((NIF) এ প্রিমিয়াম প্রদান করতে পারে।

২.৪.১০ বীমা ও শিক্ষা ঃ

দেশের উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে বীমা শিক্ষার সুযোগ পর্যাপ্ত না হওয়ায় এবং বীমা কেম্পানিগুলোর পক্ষে সাধারণের জন্য বীমা লিটারেসির কোন কর্মসূচি না থাকায় জনসাধারণের মধ্যে বীমার প্রাথমিক ধারণা সৃষ্টি হয় না। এছাড়া দেশে একটি বীমা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান অনেক আগেই গঠিত হওয়া সত্ত্বেও বীমা খাতে মানব সম্পদ উন্নয়নে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জিত হয়নি। বিদ্যমান সমস্যাসমূহ উত্তোরণের লক্ষ্যে দেশের সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, ইনস্টিটিউট-এ বীমা সম্পর্কিত স্নাতক বা স্নাতকোত্তর শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

২.৫ প্রধান প্রতিপালনীয় বিষয়সমূহ ঃ

(১) বীমা শিল্পে চলমান সংস্কার কার্যক্রম লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক করা হবে।

(২) বীমা সংক্রান্ত প্রচলিত আইন-কানুন এবং অন্যান্য যেসব আইনে বীমা সংক্রান্ত বিধান আছে এগুলো পর্যালোচনা করে যথাযথ আইনি কাঠামো নিশ্চিত করা হবে।

(৩) সাধারণ বীমা কর্পোরেশন ও জীবন বীমা কর্পোরেশনকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনগত ও কাঠামোগত সংস্কার করা হবে।

(৪) সকল বীমা কোম্পানির সংশোধিত ন্যূনতম মূলধন অর্জনের সহায়ক কার্যক্রম গৃহীত হবে।

(৫) ইলেক্ট্রনিক ডাটা ও তথ্য বিনিময় চালু করা হবে।

(৬) বিনিয়োগ বিধিমালা প্রণয়ন করা ও বিনিয়োগে অনিয়ম দূর করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

(৭) বীমা আইনের সাথে সাংঘর্ষিক আইনসমূহ পর্যালোচনা করা হবে।

(৮) ব্যাংক ব্যতীত সকল প্রকার ডিপোজিট গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান এর ইন্স্যুরেন্স করার আইনগত বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হবে।

(৯) বীমাযোগ্য স্বার্থ থাকা সাপেক্ষে বিভিন্ন নীতি, আইন, পরিকল্পনা ইত্যাদিতে বীমার সার্বজনীন আইনি বিধান রাখার বিষয় নিশ্চিত করা হবে।

(১০) প্রাতিষ্ঠানিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করা হবে।

(১১) সকল ক্ষুদ্র বীমা সেবা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হবে।

(১২) বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষকে শক্তিশালী করার যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

(১৩) একই শ্রেণীর সকল বীমাকারীর জন্য একইরূপ সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়নের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হবে।

(১৪) বীমা শিল্পে পেশাদারিত্ব নিশ্চিতে কার্যক্রম গৃহীত হবে।

(১৫) বীমা শিল্পের মানব সম্পদ উন্নয়নের সম্ভাব্য সকল কার্যক্রম গৃহীত হবে।

(১৬) সম্পদ ও দায়ের অ্যাকচুয়ারিয়াল মূল্যায়ন সম্পর্কিত রেগুলেশন পর্যালোচনা করা হবে।

(১৭) গ্রাহক অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা রাখা হবে।

(১৮) সার্বজনীন অভ্যন্তরীণ পরিদর্শন ও নিরীক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হবে।

(১৯) বীমা সেক্টরের পেশাজীবীদের পেশাদারিত্ব উন্নয়নের ব্যবস্থাগ্রহণ করা হবে।

(২০) পাবলিক ডিসক্লোজার (Public Disclosure) নিশ্চিতের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

(২১) মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন রোধকল্পে Financial Intelligence Cell গঠন করা হবে।

(২২) বীমা কোম্পানীর হিসাব মান (Accounting standard) ও আর্থিক বিবরণীসমূহের মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীতকরণের ব্যবস্থা করা হবে।

(২৩) দেশীয় প্রয়োজন বিবেচনায় মূলধন পর্যাপ্ততা যুগোপযোগী (সলভেন্সি-১ বাস্তবায়ন) করা হবে।

(২৪) দেশীয় প্রয়োজন বিবেচনায় সলভেন্সি-২ এর প্রযোজ্যতা যাচাইপূর্বক গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।

(২৫) বীমা শিল্পের আচরণ বিধি এবং প্রমিত প্র্যাকটিস নির্ধারণ করা হবে।

(২৬) কমিশন ও বিনিয়োগে অনিয়ম রোধ এর লক্ষ্যে এগুলোর ক্ষেত্র চিহ্নিত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(২৭) জীবন বীমার প্রিমিয়াম সময়ে সময়ে পর্যালোচনা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(২৮) ঝুঁকিভিত্তিক মূলধন প্রাপ্যতার পুনঃবীমাকারী চিহ্নিত করা হবে।

(২৯) এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম প্রসারের লক্ষ্যে কাঠামোগত সংস্কার করা হবে।

(৩০) ইসলামী বীমা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শরীয়াহ্ ভিত্তিক নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে।

(৩১) ব্রোকার/ফাইনান্সিয়াল এসোসিয়েট/সার্ভেয়ার/অ্যাডজাস্টারদের দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(৩২) দেশীয় পুনঃবীমা বাজার সম্প্রসারণ এর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

(৩৩) সকল সরকারি সম্পদের বীমা করার পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(৩৪) বীমা সম্পর্কে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম গৃহীত হবে।

(৩৫) বীমা লিটারেসি প্রসারের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

(৩৬) শ্রমিকের ক্ষতিপূরণের জন্য বীমা ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা হবে।

(৩৭) বেসরকারি সেক্টরে পেনশন ও অবসরকালীন আর্থিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হবে।

(৩৮) বীমা পলিসি বহুমুখীকরণ উৎসাহিত করা হবে।

(৩৯) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে গ্রুপ বীমা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা হবে।

(৪০) প্রচলিত বীমা এজেন্সির বহুমুখীকরণ নিশ্চিত করা হবে।

(৪১) বর্হিবিশ্বে দেশীয় বীমাকারীর সেবা সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

(৪২) বীমা শিল্পে পুরস্কার প্রবর্তন করা হবে।

(৪৩) বীমা শিল্পে নারীর কর্মসংস্থান এবং নারীবান্ধব পোডাক্ট উদ্ভাবন এর উপর গুরুত্ব প্রদান করা হবে।

(৪৪) বৃহৎ ঝুঁকি মোকাবেলায় জাতীয় ও আঞ্চলিক সহযোগিতা নিশ্চিত করা হবে।

(৪৫) গ্রাহকের চাহিদা অনুসারে যুযোপযোগী নতুন পরিকল্পের (Plan) উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে।

(৪৬) মর্টালিটি ও মর্বিডিটি টেবল পর্যালোচনা করা হবে।

(৪৭) বীমা শিল্পে 'কর্পোরেট গভর্নেন্স' চালু করা হবে।

(৪৮) জাতীয় বীমা দিবস চালু করা হবে।

(৪৯) দরিদ্র শ্রেণীর জন্য কল্যাণমূলক বীমা পলিসি তৈরিতে উৎসাহ প্রদান করা হবে।

(৫০) জাতীয়ভাবে সামাজিক নিরাপত্তা বীমা কর্মসূচী চালু করা হবে।

তৃতীয় অংশ ঃ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা

৩. সরকার "জাতীয় বীমা নীতি, ২০১৪" প্রণয়নের মাধ্যমে বীমা শিল্প তথা জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার জন্য বদ্ধপরিকর। যুগোপযোগী ও আধুনিক নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে বীমা শিল্পকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা প্রয়োজন। নীতিসমূহের আলোকে নিম্নোক্ত সময়াবদ্ধ কর্মকৌশল এবং করণীয়সমূহ বাস্তবায়িত হলে আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা বজায় ও সমৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক হবে এবং স্বাধীনতার সুফল সকলের কাছে পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে আর্থিক উন্নয়নের অন্যতম সহায়ক বীমা খাতের প্রত্যাশিত উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধিত হবে বলে আশা করা যায়।

ক্রমিক নং	নীতিগত উদ্দেশ্য	কর্মকৌশল	কার্যাবলী (Activities)	দায়িত্ব	স্বল্প মেয়াদী		মধ্য মেয়াদী		দীর্ঘ মেয়াদী
					২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮-২০২১
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
(১)	বীমা শিল্পে চলমান সংস্কার কার্যক্রম লক্ষ্যমাত্রা ভিত্তিক করা।	বীমা পেনিট্রেশন, বীমার ঘনত্ব, প্রিমিয়াম আয় ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে সময়ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা।	লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও অর্জনের সহায়ক গাইডলাইন জারি।	(ক) ব্যাঃ আঃপ্রঃবিঃ (খ) আইডি আরএ					
(২)	যথাযথ আইনি কাঠামো নিশ্চিত করা।	(ক) বীমা সংক্রান্ত প্রচলিত সকল আইন পর্যালোচনা; (খ) বীমা আইন, ২০১০ ও বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০-এর আওতায় সকল বিধি- প্রবিধি প্রণয়ন; (গ) বীমা আইন ও বিধি আন্তর্জাতিক ধারার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করা।	প্রয়োজনীয় বিধি-প্রবিধি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ।	(ক) ব্যাঃ আঃপ্রঃবিঃ (খ) আইডি আরএ					
(৩)	সাধারণ বীমা কর্পোরেশন ও জীবনবীমা কর্পোরেশনকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালনা করা।	বীমা কর্পোরেশন আইন, ১৯৭৩ সংশোধন।	আইনের আওতায় বিধি-প্রবিধি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ।	(ক) ব্যাঃ আঃপ্রঃবিঃ (খ) আইডি আরএ (গ) সাধারণ বীমা কর্পোরেশন ও (ঘ) জীবন বীমা কর্পোরেশন					

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
(৪)	সকল বীমা কোম্পানির সংশোধিত ন্যূনতম মূলধন অর্জন।	সংশোধিত ন্যূনতম মূলধন অর্জনে বিভিন্ন বীমাকারীর বিদ্যমান ঘাটতি নির্ণয় করে তা পূরণের কাযক্রম গ্রহণ।	(ক) মূলধন অর্জনের কৌশল নির্ধারণপূর্বক গাইডলাইন জারি; (খ) সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা তৈরি বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ।	(ক) আইডিআরএ (খ) সকল বীমাকারী (গ) বিএসইসি					
(৫)	ইলেক্ট্রনিক ডাটা, তথ্য বিনিময় চালুকরণ।	(ক) স্বচ্ছ হিসাব রক্ষণ ও তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রমিত রিপোর্টিং টেম্পলেট প্রস্তুত, ইলেক্ট্রনিক ডাটা বিনিময় ও কম্পিউটারাইজড রিস্ক বেইজড রেগুলেটরি সিস্টেম চালুকরণ; (খ) প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার ভিত্তিক অনলাইন রিপোর্টিং সিস্টেম চালুকরণ।	(ক) টেম্পলেট ও ইলেক্ট্রনিক ডাটা বিনিময় চালুকরণ; (খ) বীমাকারীদের কম্পিউটারাইজেশন প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধান।	(ক) আইডিআরএ (খ) সকল বীমাকারী					
(০৬)	বিনিয়োগ বিধিমালা প্রণয়ন করা ও বিনিয়োগ অনিয়ম দূর করা।	বীমাকারী প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্ত তহবিল লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করার পথ অবারিত করার উদ্দেশ্যে বীমা আইন ২০১০-এর ৪১ ধারা অনুসারে বিনিয়োগ বিধিমালা প্রণয়ন।	বিধি বাস্তবায়ন যথাযথ মনিটরিং করা।	(ক) ব্যাঃআঃপ্রঃবিঃ (খ) আইডিআরএ					
(০৭)	বীমা আইনের সাথে সাংঘর্ষিক আইনসমূহ পর্যালোচনা।	বীমা আইনের সাথে সাংঘর্ষিক আইনসমূহ চিহ্নিত করা।	সরকারের নিকট পর্যালোচনা এর প্রস্তাব প্রেরণ।	(ক) ব্যাঃআঃপ্রঃবিঃ (খ) আইডিআরএ (গ) সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ					

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
(০৮)	ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স	নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সমবায় প্রতিষ্ঠানসহ দেশে যত ধরনের প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন নাম ডিপোজিট গ্রহণ করে থাকে তাদের ডিপোজিটের বীমা করার জন্য প্রয়োজনীয় আইনানুগ কাঠামো প্রস্তুত করা।	(ক) আইনি কাঠামো প্রণয়ন; (খ) আইনি বাধ্যবাধকতার বাস্তবায়ন; (গ) ব্যাংকারস ব্ল্যাংকেট ইন্সুরেন্স পরিকল্প (Plan) চালু।	(ক) ব্যাঃআঃপ্রঃবিঃ (খ) বাংলাদেশ ব্যাংক (গ) আইডিআরএ (ঘ) এমআরএ					
(০৯)	বীমার সার্বজনীন আইনি বিস্তৃতি।	দেশে প্রণীতব্য বিভিন্ন আইন, বিধি-প্রবিধি, পরিকল্পনা, নীতি ইত্যাদিতে বীমাযোগ্য স্বার্থের উপস্থিতি পরীক্ষা করে প্রযোজ্যমত বীমা সংক্রান্ত বিধান সংযোজন করা।	সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও নীতি সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা।	(ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (খ) সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ (গ) ব্যাঃআঃপ্রঃবিঃ					
(১০)	প্রাতিষ্ঠানিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন।	রেটিং এজেন্সিসমূহের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিরূপণ।	বীমা কোম্পানিসমূহের রেটিং-এর ক্ষেত্রে রেটিং এজেন্সিসমূহের প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে নির্ধারিত মানদণ্ড ও ছক প্রণয়ন।	আইডিআরএ					
(১১)	সকল ক্ষুদ্র বীমা সেবা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ।	ক্ষুদ্র ঋণদাকারী প্রতিষ্ঠান এনজিওসমূহ যারা তাদের সদস্যদের সুরক্ষার জন্য বীমা পরিকল্প বাজারজাত করবে তাদের লাইসেন্স প্রাপ্ত বীমা কোম্পানির সঙ্গে চুক্তির ভিত্তিতে ব্যবসায় পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি।	সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো পর্যালোচনা করা, এতদসংক্রান্ত সুপারিশ প্রণয়নও বাস্তবায়ন।	(ক) ব্যাঃআঃপ্রঃবিঃ (খ) সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় (গ) আইডিআরএ (ঘ) এমআরএ					

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
(১২)	বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষকে শক্তিশালীকরণ।	(ক) জনবলের ঘাটতিপূরণ; (খ) ভৌত অবকাঠামো নিশ্চিতকরণ; (গ) জনবলের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ; (ঘ) অপারেশনাল স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ; (ঙ) পর্যাপ্ত তহবিলের ব্যবস্থাকরণ।	(ক) কর্তৃপক্ষের জনবল কাঠামো শীঘ্র চূড়ান্ত করে যোগ্য লোক নিয়োগের ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান; (খ) ভৌত অবকাঠামো সৃষ্টি; (গ) অপারেশনাল স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বীমা আইন, ২০১০ এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ।	(ক) ব্যাঃআঃপ্রঃবিঃ (খ) আইডিআরএ					
(১৩)	সকল বীমাকারীর জন্য একইরূপ সাংগঠনিক কাঠামো।	(খ) বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য সুষমা (Uniform) সাংগঠনিক কাঠামোর মডেল তৈরি করা; (খ) বীমা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অনুরূপ চাকরি বিধিমালার মাধ্যমে সুস্পষ্ট কর্মপরিধি সৃষ্টি ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা।	(ক) বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য সুষমা সাংগঠনিক কাঠামোর মডেল অনুসরণের লক্ষ্যে গাইডলাইন জারি; (খ) বীমা শিল্পে জনবলের দক্ষতা পরিমাপের মানদণ্ড নির্ধারণ; (গ) বিভাগীয় প্রধানসহ বিভিন্ন পদে ন্যূনতম যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা নিরূপণ।	আইডিআরএ					

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
(১৪)	বীমা শিল্পে পেশাদারিত্ব সৃষ্টি।	পেশাদারিত্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে বীমা পেশাজীবীদের সমন্বয়ে বাংলাদেশের চাটার্ড ইন্সুরেন্স ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা।	(ক) আইনানুগ কাঠামো প্রণয়ন; (খ) উক্ত ইনস্টিটিউট পরিচালনার ও তহবিল এর ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ।	(ক) ব্যাঃআঃপ্রঃবিঃ (খ) আইডিআরএ					
(১৫)	বীমা শিল্পের মানব সম্পদের উন্নয়ন।	(ক) বাংলাদেশ ইন্সুরেন্স অ্যাকাডেমিকে একটি শক্তিশালী স্বায়ত্বশায়িত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর; (খ) বাংলাদেশ ইন্সুরেন্স অ্যাকাডেমিক কর্তৃক দেশীয় উচ্চমানের বিশ্ববিদ্যালয় বা বিদেশী চার্টার্ড ইন্সুরেন্স ইনস্টিটিউট বা বিশ্ববিদ্যালয় এর সাথে যৌথ ব্যবস্থাপনায় অ্যাকচ্যুয়ারিয়াল সায়েন্সসহ বীমা পেশায় বিভিন্ন ডিগ্রী অর্জনের সহায়তাকরণ; (গ) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স, মাস্টার্স ও সমপর্যায়ের কোর্সে ইন্সুরেন্স অ্যান্ড রিস্ক ম্যানেজমেন্ট বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ; (ঘ) বীমা শিল্পে নির্বাহী পর্যায়ে চাকরির ক্ষেত্রে বীমা ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা থাকা বাধ্যতামূলককরণ।	(ক) বাংলাদেশ ইন্সুরেন্স অ্যাকাডেমিক একটি শক্তিশালী স্বায়ত্বশায়িত প্রতিষ্ঠানে হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ; (খ) ইন্সুরেন্স একাডেমিতে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা এবং উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা; (গ) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স, মাস্টার্স ও সমপর্যায়ের কোর্সে ইন্স্যুরেন্স অ্যান্ড রিস্ক (Risk) ম্যানেজমেন্ট বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য যোগাযোগ স্থাপন করে কারিকুলাম প্রণয়নে যৌথ কার্যক্রম গ্রহণ।	(ক) ব্যাঃআঃপ্রঃবিঃ (খ) শিক্ষা মন্ত্রণালয় (গ) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ (ঘ) আইডিআরএ (ঙ) বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স অ্যাকাডেমি (চ) ইউজিসি ব্যাঃআঃপ্রঃবিঃ/ আইডিআরএ					

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
(১৬)	সম্পদ ও দায়ের অ্যাকচুয়ারিয়াল মূল্যায়ন সম্পর্কিত রেগুলেশন পর্যালোচনা করা।	সম্পদ ও দায়ের অ্যাকচুয়ারিয়াল মূল্যায়ন সম্পর্কিত রেগুলেশন সময়ে সময়ে পর্যালোচনাকরণ।	(ক) রেগুলেশন পর্যালোচনা করে পরিবর্তনের প্রস্তাব; (খ) পর্যালোচনা প্রস্তাবের আলোকে সরকার কর্তৃক বিধি-প্রবিধি সংশোধন করার কার্যক্রম গ্রহণ।	আইডিআরএ					
(১৭)	গ্রাহক অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ।	(ক) বীমাকারীর নিজস্ব গ্রাহক অভিযোগ সেল স্থাপন, এবং (খ) সেগুলোর কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের জন্য আইডিআরএ-এর অনুরূপ কাঠামো স্থাপন।	(ক) বীমাকারীর সাংগঠনিক কাঠামোতে অভিযোগ সেল রাখার জন্য গাইডলাইন জারী। (খ) আইডিআরএ-এর সাংগঠনিক কাটামোতে অভিযোগ নিষ্পত্তি সেল বা বিভাগ সৃষ্টি।	(ক) আইডিআরএ, (খ) সকল বীমাকারী					
(১৮)	সার্বজনীন অভ্যন্তরীণ পরিদর্শন ও নিরীক্ষা।	সকল বীমাকারীর জন্য একইরূপ অভ্যন্তরীণ পরিদর্শন ও নিরীক্ষা ফরম্যাট তৈরী।	সলভেন্সি, কর্পোরেট গভর্নেন্স, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ, দাবি, আন্ডার রাইটিং, রিকর্ডকিপিং, বিনিয়োগ, সিস্টেম এবং পদ্ধতি, পুনঃবীমার প্রস্তুতি, সাবসিডিয়ারি কার্যক্রম, অর্থ পাচার বিরোধী কার্যক্রম ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে পরিদর্শন কার্যক্রম চালু করা।	(ক) আইডিআরএ, (খ) সকল বীমাকারী					

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
(১৯)	নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার পেশাদারিত্ব।	(ক) বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের জন্য পেশাদারিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের সদস্য ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বীমা বিষয়ক জ্ঞান ও দক্ষতা নিশ্চিত করা। (খ) পেশাগত বিশেষ যোগ্যতার জন্য বিশেষ ভাতা প্রবর্তন।	(ক) নিয়োগ পরবর্তীতে দেশে-বিদেশে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ। (খ) বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স অ্যাকাডেমিসহ অনুরূপ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন কোর্স, ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ।	আইডিআরএ					
(২০)	Public Disclosure	বীমা প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বচ্ছলতা, সক্ষমতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতার মত মৌলিক বিষয়াবলী সম্পর্কে সহজে ধারণা লাভের সুযোগ প্রদানের জন্য Public Disclosure-এর বাধ্যবাধকতা আরোপ করা এবং বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের ওয়েবসাইটে, বার্ষিক প্রতিবেদনে এ ধরনের তথ্য প্রকাশের ব্যবস্থা রাখা।	(ক) গাইডলাইন জারি; (খ) প্রয়োজনীয় মনিটরিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ; (গ) সকল বীমা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে সুনির্দিষ্ট তথ্য সন্নিবেশ: (ঘ) সরকারের স্ট্যাটিসটিক্যাল ইয়ার বুক-এ বীমা সম্পর্কি বিস্তারিত তথ্যাদি সন্নিবেশ করা।	(ক) ব্যাংআঃপ্রঃবিঃ (খ) পরিসংখ্যান বিভাগ (গ) আইডিআরএ (ঘ) সকল বীমাকারী					
(২১)	Financial Intelligence Cell গঠন।	Bangladesh Financial Intelligence Cell তৈরীর মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন যেমন-প্রিমিয়াম সংগ্রহ, দাবি পরিশোধ, পুনঃবীমা, হিসাব বিবরণী তৈরি ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনিয়ম অব্যবস্থাপনা প্রতিরোধের পাশাপাশি আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।	Bangladesh Financial Intelligence Unit এর সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করার লক্ষ্যে Financial Intelligence Cell গঠন।	(ক) ব্যাংআঃপ্রঃবিঃ (খ) আইডিআরএ (গ) বিএফআইইউ					

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
(২২)	বীমাকারীর হিসাব বিবরণী যথা-ব্যালেন্স শিট, রেভিনিউ অ্যাকাউন্ট ও লাভ-ক্ষতি ইত্যাদি হিসাবায়ন আন্তর্জাতিক মানসম্পন্নকরণ।	ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড (IFRS) অনুসরণে হিসাব বিবরণী প্রস্তুতকরণ সম্পর্কিত রেগুলেশন সময়ে সময়ে পর্যালোচনা করা।	ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড (IFRS) অনুসরণে ইন্সটিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস বাংলাদেশ (ICAB)/সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ-এর সাথে পরামর্শক্রমে বীমা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণী সংক্রান্ত মান (Standard) নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন।	আইডিআরএ					
(২৩)	মূলধন পর্যাপ্ততার যুগোপযোগীকরণ (সলভেন্সি-বাস্তবায়ন)।	মূলধন পর্যাপ্ততার নীতি সলভেন্সি-১ এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণকরণ ও ঝুঁকিভিত্তিক মূলধন ব্যবস্থা প্রবর্তন।	সলভেন্সি-১ কার্যকর করার নিমিত্ত বীমা আইন, ২০১০ অনুযায়ী সলভেন্সি মার্জিন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় প্রবিধান প্রণয়ন।	আইডিআরএ					
(২৪)	সলভেন্সি-২ এর বাস্তবায়ন।	সলভেন্সি-২ এর মতো প্রমিত মান পরীক্ষা করে এ দেশের বীমাশিল্পের উপযোগী প্রমিত মান নির্ধারণ করা।	সলভেন্সি-২ এর (অথবা সম-সাময়িক আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন) বাস্তবায়নের জন্য পুনর্মূল্যায়ন এবং বাংলাদেশের বিদ্যমান অবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ করার লক্ষ্যে গাইডলাইন জারি।	আইডিআরএ					
(২৫)	বীমা শিল্পের আচরণ বিধি এবং প্রমিত প্র্যাকটিস নির্ধারণ।	বীমাশিল্পের সংস্কারের জন্য নীতিগত কাঠামো প্রণয়নের লক্ষ্যে বীমা শিল্পের প্রমিত আচরণ বিধি এবং প্র্যাকটিস নির্ধারণ করা।	বীমা শিল্পের আচরণ-বিধি এবং প্রমিত প্র্যাকটিস বুকলেট আকারে প্রকাশ ও প্রচার; বীমাকারী কর্তৃক তা পরিপালন নিশ্চিতকরণ।	আইডিআরএ					

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
(২৬)	কমিশন ও বিনিয়োগে অনিয়ম রোধ।	কমিশন ও বিনিয়োগে অনিয়মের ক্ষেত্র ও পদ্ধতিগুলো চিহ্নিত করা।	অনিয়ম রোধের লক্ষ্যে পরিপত্র জারিসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।	আইডিআরএ					
(২৭)	জীবন বীমার প্রিমিয়াম পর্যালোচনা।	জীবন বীমার প্রিমিয়াম সময়ে সময়ে পর্যালোচনা করার লক্ষ্যে বীমা আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ বাস্তবায়ন।	জীবন বীমার প্রিমিয়াম পর্যালোচনা করে প্রিমিয়াম নির্ধারণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।	আইডিআরএ					
(২৮)	ঝুঁকিভিত্তিক মূলধন প্রাপ্যতার পুনঃ বীমাকারী চিহ্নিত করা।	ঝুঁকিভিত্তিক মূলধন প্রাপ্যতার পুনঃবীমাকারী চিহ্নিতকরণে সীমাবদ্ধতা পর্যালোচনাকরণ।	প্রয়োজনীয় গাইডলাইন জারি।	আইডিআরএ					
(২৯)	এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিমের প্রসার।	সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের পরিবর্তে রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর মাধ্যমে এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম বাস্তবায়ন।	এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর নিকট হস্তান্তর।	(ক) ব্যাঃআঃপ্রঃবিঃ; (খ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়; (গ) সাধারণ বীমা কর্পোরেশন; (ঘ) রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো।					
(৩০)	ইসলামী বীমা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শরীয়াহ্‌ভিত্তিক নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।	(ক) ইসলামী বীমার জন্য প্রয়োজনীয় বিধি ও প্রবিধি প্রণয়ন। (খ) পরীক্ষামূলকভাবে হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের কল্যাণার্থে "Hajj & Umrah Takaful Plan" প্রবর্তন।	(ক) শরীয়াহ্‌ভিত্তিক বীমা কার্যক্রম উৎসাহিত করার উদ্যোগ গ্রহণ। (খ) তাকাফুল হজ্জ ও ওমরাহ বীমা। স্কিম চালুর উদ্যোগ গ্রহণ।	(ক) ব্যাঃআঃপ্রঃবিঃ; (খ) ধর্ম মন্ত্রণালয়; (গ) আইডিআরএ					

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
(৩১)	ব্রোকার/ফাইনান্সিয়াল এসোসিয়েট/ সার্ভেয়ার/ অ্যাডজাস্টারদের দক্ষতা বৃদ্ধি	লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষণের মানদণ্ডের ভিত্তিতে লাইসেন্স প্রদানের ব্যবস্থা।	উপযুক্ত বিধি-প্রবিধি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।	আইডিআরএ					
(৩২)	দেশীয় পুনঃবীমা বাজার সম্প্রসারণ।	স্বতন্ত্র পুনঃবীমা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশীয় পুনঃবীমা বাজার সম্প্রসারণ এবং পুনঃবীমা প্রিমিয়ামের বহিঃপ্রবাহ (Outflow) হ্রাস করা।	(ক) বীমা আইনে পুনঃবীমা সংক্রান্ত বিস্তারিত বিধান সংযোজন। (খ) পুনঃবীমা বিধি প্রণয়ন। (গ) প্রয়োজনীয় মূলধন ও জনবল যোগান। (ঘ) পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ এর সম্ভাব্যতা যাচাই। (ঙ) দেশীয় ও বৈদেশিক পুনঃবীমা অবলিখন এর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পথ সুগম করা।	(ক) ব্যাঃআঃপ্রঃবিঃ; (খ) আইডিআরএ					
(৩৩)	সরকারি সম্পদের বীমাকরণ।	আইনগত বাধ্যবাধকতা আরোপ।	বীমা আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা।	(ক) ব্যাঃআঃপ্রঃবিঃ; (খ) সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ (গ) আইডিআরএ					

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
(৩৪)	বীমা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা	(ক) বীমার উপকারিতার বিষয়ে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি; (খ) গতানুগতিক রেডিও, টেলিভিশন ও প্রিন্ট মিডিয়ার পাশাপাশি মোবাইল ফোন ইন্টারনেট এর মতো সামাজিক বিভিন্ন মিডিয়া ব্যবহার করা; (গ) উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম গ্রহণ।	(ক) বীমার উপকারিতা বিষয়ে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মপদ্ধতি নির্ধারণকরত বাস্তবায়ন; (খ) ব্যাপক শিক্ষামূলক সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক প্রোগ্রাম, রেডিও, টেলিভিশন এর মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা; (গ) সচেতনতা সৃষ্টি, উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন।	(ক) তথ্য মন্ত্রণালয় (খ) আইডিআরএ (গ) বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশন					
(৩৫)	বীমা লিটারেসির প্রসার।	বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক Consumer Literacy Initiative কর্মসূচী গ্রহণ।	(ক) গাইডলাইন জারি; (খ) প্রয়োজনীয় মনিটরিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ; (গ) সকল বীমা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট সুনির্দিষ্ট তথ্য সন্নিবেশ।	(ক) শিক্ষা মন্ত্রণালয় (খ) আইডিআরএ (গ) সকল বীমাকারী					

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
(৩৬)	শ্রমিকের ক্ষতিপূরণের জন্য বীমা ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা।	(ক) বিশেষ খাত যেমন পোশাক শিল্পে দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে বীমার প্রসার ঘটানো এবং প্রবাসীদের জন্য কল্যাণমূলক বীমা পলিসি তৈরিতে উৎসাহ প্রদান; (খ) শ্রম নীতি ও আইনের মাধ্যমে সকল শ্রমিকের বীমা নিশ্চিতকরণ;	(ক) বিশেষ খাত (যেমন পোশাক শিল্প) এবং প্রবাসীদের জন্য কল্যাণমূলক বীমা পলিসি তৈরির কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; (খ) শ্রম আইন পর্যালোচনা-পূর্বক শ্রমিকের বীমা নিশ্চিতকরণ বাস্তবায়ন।	(ক) সকল বীমাকারী (খ) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (গ) আইডিআরএ					
(৩৭)	বেসরকারি সেক্টরে পেনশন ও অবসরকালীন আর্থিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রবর্তন।	জীবন বীমা কোম্পানী কর্তৃক স্বাধীন (Independent) অ্যানুইয়িটি পেনশন স্কিম চালু করার ব্যবস্থা করা।	পেনশন ও অ্যানুইয়িটি স্কিম চালু করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ।	(ক) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় (খ) ব্যাঃআঃপ্রঃবিঃ (গ) এনবিআর (ঘ) আইডিআরএ (ঙ) সকল জীবন বীমাকারী					
(৩৮)	বীমা পলিসি বহুমুখীকরণ।	(ক) অর্থনৈতিকভাবে উন্নত ও অনুন্নত সকল শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর জন্য পেশা বা ব্যবসায় ভিত্তিক পণ্য (Product) বহুমুখীকরণ; (খ) অজনপ্রিয় ও অপ্রচলিত জীবন বীমা স্কিম চিহ্নিত এবং বাতিল করা।	(ক) পণ্য বহুমুখীকরণে উদ্বুদ্ধকরণ; (খ) চালু স্কিমসমূহ প্রতি পাঁচ বা দশ বছরে পর্যালোচনা করা; (গ) অজনপ্রিয় ও অপ্রচলিত বীমা চিহ্নিত এবং বাতিলের নীতিমালা তৈরী ও বাস্তবায়ন	(ক) আইডিআরএ (খ) সকল বীমাকারী					

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
(৩৯)	বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে গ্রুপ বীমা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ।	দেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিবন্ধনের সময় গ্রুপ বীমা প্রচলনের বাধ্যবাধকতা আনয়নের পর্যায়ক্রমিক আইনি ও বিধিগত প্রচেষ্টা গ্রহণ।	(ক) বিভিন্ন পরিকল্প উদ্ভাবন ও চালুর জন্য বীমাকারীকে উৎসাহ প্রদান। (খ) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহে গ্রুপ বীমা চালুর উদ্যোগ গ্রহণ।	(ক) বাণিজ্যিক/শিল্প মন্ত্রণালয় (খ) আইডিআরএ (গ) এফবিসিসিআই					
(৪০)	প্রচলিত বীমা এজেন্সির বহুমুখীকরণ।	Bancassurance ব্যবস্থা চালু, অনলাইন বীমা বিক্রয়, ই-কর্মাস ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়ে চ্যানেল চালু করা।	প্রচলিত এজেন্ট এর পাশাপাশি অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক এজেন্ট নিয়োগ এবং তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার।	(ক) আইডিআরএ (খ) সকল বীমাকারী					
(৪১)	বহির্বিশ্বে বীমা সেবা সম্প্রসারণ।	দেশীয় বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিদেশে প্রবাসীসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বীমা সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় আইনি ও কাঠামোগত সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পথ সুগম করা।	বিদেশে-দেশী বীমাকারীর শাখা এজেন্সি খোলার উদ্যোগ গ্রহণ।	(ক) ব্যাঃআঃপ্রঃবিঃ (খ) আইডিআরএ (গ) সকল বীমাকারী					
(৪২)	বীমা শিল্পে পুরস্কার প্রবর্তন।	বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে (যেমন: ট্যাক্স, ভ্যাট, গ্রাহক সেবা, পেশাদারিত্ব ইত্যাদি বিষয়ে বিবেচনাপূর্বক) Best Practice Award চালু করা।	(ক) কোন কোন বিষয়ের ভিত্তিতে পুরস্কারের জন্য বাছাই করা হবে তা নির্ধারণ; (খ) পুরস্কারের জন্য আইডিআরএ-তে তহবিল গঠন।	(ক) আইডিআরএ					

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
(৪৩)	বীমায় নারীর বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান।	(ক) নারীর স্বাস্থ্য জীবনকেন্দ্রিক স্বল্প প্রিমিয়ামভিত্তিক বীমা প্রোডাক্ট উদ্ভাবন। যেমন, নারীর জন্য সঞ্চয় বীমা, দুর্ঘটনা বীমা, গ্রুপ বীমা ইত্যাদি। (খ) নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক শর্তাদি (যেমন-গর্ভধারণ ধারা) বিলোপকরণ। (গ) বীমা পেশায় নারীর অংশগ্রহণ ও কর্মসংস্থানকে গুরুত্ব প্রদান। (ঘ) মাতৃত্ব (Maternity) বীমা প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা।	(ক) বিভিন্ন গাইডলাইন জারি বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ। (খ) বীমা পেশায় নারীর অংশগ্রহণ ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।	(ক) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (খ) আইডিআরএ (গ) সকল বীমাকারী					
(৪৪)	বৃহৎ ঝুঁকি মোকাবেলায় জাতীয় ও আঞ্চলিক সহযোগিতা।	সন্ত্রাস, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও ভূমিকম্প ইত্যাদির কারণে ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি মোকাবেলায় 'রিস্ক পুলিং সিস্টেম' প্রবর্তন।	দেশী ও বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে 'রিস্ক পুল' গঠনের লক্ষ্যে উপযুক্ত বিধি ও প্রবিধি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।	(ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (খ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (গ) ব্যাঃআঃপ্রঃবিঃ (ঘ) আইডিআরএ (ঙ) সকল বীমাকারী					
(৪৫)	গ্রাহকের চাহিদা অনুসারে যুগোপযোগী নতুন পরিকল্পের উন্নয়ন।	প্রতিটি বীমা প্রতিষ্ঠানে গবেষণা সেল স্থাপন।	গবেষণা সেলের কার্যক্রম নির্ধারণ।	(ক) আইডিআরএ (খ) সকল বীমাকারী					

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
(৪৬)	মর্টালিটি ও মর্বিডিটি টেবিল পর্যালোচনা।	উপযুক্ত প্রিমিয়াম হার ও পরিকল্প প্রণয়নে হালনাগাদ তথ্যের ব্যবহার।	বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে মর্টালিটি ও মর্বিডিটি টেবিল পর্যালোচনার উদ্যোগ গ্রহণ।	(ক) আইডিআরএ (খ) সকল বীমাকারী					
(৪৭)	বীমা শিল্পে 'কর্পোরেট গভর্নেন্স' চালু করা।	কর্পোরেট গভর্নেন্সবান্ধব আচরণবিধি তৈরী করে তা অনুসরণ।	(ক) কর্পোরেট গভর্নেন্স চালুর জন্য গাইডলাইন জারি; (খ) আচরণবিধি পরিপালনের বিষয়ে মনিটরিং-এর ব্যবস্থা করা।	(ক) আইডিআরএ (খ) সকল বীমাকারী					
(৪৮)	জাতীয় বীমা দিবস চালু।	বীমার সুফল সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং বীমা শিল্পের উন্নয়নের জন্য "জাতীয় বীমা দিবস" পালন।	দিবস ঘোষণাপূর্বক পালনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।	(ক) ব্যাঃআঃপ্রঃবিঃ (খ) আইডিআরএ (গ) বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশন (ঘ) সকল বীমাকারী					
(৪৯)	দরিদ্র শ্রেণীর জন্য কল্যাণমূলক বীমা পলিসি তৈরিতে উৎসাহ প্রদান করা।	(ক) গ্রামীণ ও অনুন্নত জনগোষ্ঠীর মধ্যে বেসরকারি বীমা কোম্পানির অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ; (খ) দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থিক ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ প্রিমিয়াম সম্বলিত বীমা পলিসি তৈরির বিষয়ে কর্তৃপক্ষ ও সরকার কর্তৃক কোম্পানিসমূহকে উদ্বুদ্ধকরণ; (গ) দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচীর আওতায় গোষ্ঠী ক্ষুদ্র বীমার ব্যবহার;	দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পলিসি উদ্ভাবন ও চালু;	(ক) ব্যাঃআঃপ্রঃবিঃ (খ) সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় (গ) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (ঘ) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (ঙ) এমআরএ (চ) আইডিআরএ (ছ) বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশন (জ) সকল বীমাকারী					

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
(৫০)	জাতীয়ভাবে সামাজিক বীমা কর্মসূচী চালু করা।	(ক) জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বীমা কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রতিবন্ধিকতাজনিত কারণ, অসুস্থতা, মাতৃত্বজনিত কারণ, কর্মহীনতা ইত্যাদি দৈবঘটনা মোকাবেলার জন্য বীমার প্রবর্তন। (খ) বার্ধক্য ভাতা বীমা ব্যবস্থার অধীনে নিয়ে আসা; (গ) বেসরকারি খাতে কর্মরত মালিক ও কর্মচারীদের অংশগ্রহণে বেকারত্ব বীমা প্রবর্তন।		(ক) ব্যাঃআঃপ্রঃবিঃ (খ) সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় (গ) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (ঘ) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (ঙ) এমআরএ (চ) আইডিআরএ (ছ) বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশন (জ) সকল বীমাকারী					

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ শাহ্-ই-আলম পাটোয়ারী, ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd